দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 25 JAN 2009
পৃষ্ঠা ১৭

বেসরকারী খাতে সম্পূরক মেডিক্যাল শিক্ষায় সহায়তা বাড়বে : অর্থমন্ত্রী

অর্থনৈতিক রিপোর্টার ।।

অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত বলেছেন, সরকার দেশের ও বিদেশের বর্তমান চাহিদা পূরণে আরো সেবিকা ও টেকনিশিয়ানদের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে বেসরকারী খাতে সম্পূরক মেডিক্যাল শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেবে। গতকাল (শনিবার) মন্ত্রণালয়ের অফিসকক্ষে টঙ্গীর ইন্টারন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের পরিচালনা পরিষদের সঙ্গে পৃঃ ১৮ কঃ ১৮

বেসরকারী খাতে সম্পূরক

১২-এর পৃষ্ঠার পর

বৈঠকের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে মন্ত্রী একথা বলেন। বেসরকারী মেডিকেল কলেজগুলো এ ধরনের জনশক্তি উৎপাদনে কোন্ ধরনের সমস্যার মোকাবেলা করছে তা মন্ত্রীকে অবহিত করার জন্য তারা মন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন, প্রফেসর সাহেলা খাতুন, মেজর জেনারেল (অব.) এম এ রব, ড. এম এ যবিন খান, ড. আহমেদ আল কবীর, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) কামালুদ্দীন ও আতিকুর রহমান। অর্থমন্ত্রী বলেন, বিগত সরকার বিভিন্ন সরকারী মেডিক্যাল কলেজ ও অন্যান্য ইনস্টিটিউশনের মাধ্যমে সেবিকা ও এ ধরনের অন্যান্য টেকনিশিয়ানদের প্রশিক্ষণ নিয়ন্ত্রণ করতো। তবে এ নীতি ইতোমধ্যে পরিবর্তিত হয়েছে। ফলে বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজগুলোর জন্য এ সুযোগ উন্মুক্ত হয়েছে। তিনি জানান, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ব্যাপকভাবে এ ধরনের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনা করছে। মন্ত্রী বলেন, দেশের স্বাস্থ্যখাতে কারিগরি দক্ষতাসম্পন্ন জনশক্তি বাড়াতে বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজগুলো ও ইনস্টিটিউশনের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার এই উদ্যোগকে উৎসাহিতকরণ অব্যাহত রাখবে। দেশের সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে চিকিৎসা সেবার সম্প্রসারণ হওয়ায় অস্ত্রোপচার পরবর্তী সেবার চাহিদা বাড়ার পরিপ্রেক্ষিতে দেশে ও বিদেশে সেবিকাদের চাহিদাও বাড়ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, দেশের মেডিক্যাল সেবার উন্নয়নে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সর্বোপরি বিদেশে এ ধরনের জনশক্তি রফতানি করে দেশ প্রচুর পরিমাণ রাজস্ব আয় করতে পারে।